

# পুরাতন ও পরিবর্তিত মূল্যবোধ প্রমুখে

ডঃ আহমদ শরীফ

[১৯৭৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, দৈনিক বাংলা পত্রিকায়, ডঃ আহমদ শরীফ পরিবর্তিত মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন। নিচে প্রশ্নগুলো ও জবাব মুক্ত-মনার পাঠকদের জন্য মুদ্রিত করা হলো।]

**প্রশ্ন:** আপনি কি মনে করেন, আমাদের সমাজে পুরানো মূল্যবোধগুলো জীইয়ে রাখা উচিত?

উত্তর: এ পুরানো মূল্যবোধগুলো কে ধরে রাখা উচিত নয়- সমাজ বহুতা নদীর মতো এগিয়ে চলে। একই সমাজে সহ-অবস্থা  
ন করছে একশো বছরের পুরনো মানসিকতা আর একশো বছর এগিয়ে যাওয়া বিভিন্ন মানের শিক্ষা।

প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়া মন আর পিছিয়ে যাওয়া মনের দ্বন্দ্ব চলছে। পুরানো বিশ্বাসের সংস্কার সাধন যখন মানুষের কাম্য  
তখন পুরানো মনের মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। তখনই বক্তব্য ওঠে- “কলিকাল” এসেছে। এই কলিকাল শব্দটি  
বিগত কয়েকশ বছর ধরে চলছে। পিছিয়ে যাওয়া মন পরিবর্তনকে ভয় পায়।

মানুষ পর্ণ কুটিরে যে স্বস্তি পায়, রাজপ্রসাদে সে স্বস্তি পায়না। এই মানসিকতার আলোকে মূল্যবোধের পরিবর্তন বিচার  
করতে হবে। নৈতিকতার পরিবর্তন কখনো স্বাভাবিকভাবে হয় না। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়।

এযুগে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। তরুণ মনে নতুনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রবল। পুরনোদের মতো জীবনকে ধরে রাখতে  
পারেনা। আগে তাই প্রবীনরা, পুরানো মানসিকতার লোকেরা তর্ক করত। এখন শিক্ষিত তরুণের সংখ্যা বেশি হওয়ায়  
তর্কের, নিন্দার সাহস পায় না। ঘরে বসে সমর্মীদের সাথে আফসোস করে। তারা মনে করে যা কিছু নতুন, তা-ই  
বিপদজনক। সব ধারণার ব্যতিক্রমকে অভিহিত করে, বিপন্ন এক অবস্থা বলে।

প্রতি যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ, মূল্য চেতনা বদলায়। আগেকার দিনে সকলের মধ্যে একজন জ্ঞানী  
থাকত। সে সকলকে জ্ঞান দান করত না। তাকে তোয়াজ কণ্ডে সব জেনে নিতে হতো। একারণে ওস্তাদের কদর ছিল।  
এখন ওস্তাদের জ্ঞান বিক্রয়ের বিপনী খুলেছে। যখন শিক্ষকদের পক্ষে বিদ্যা বিক্রয় না করে উপায় নাই, তখন সে আলাদা  
সম্মান দাবি করে কেন? পিতার সম্মান দাবি করে কেন? ছাত্রের উপর অতীতে শিক্ষককের যে দাবি ছিল, এখন আর নেই।  
তাই ছাত্রেরা মাষ্টার পিটায়।

পুরনো আমলে সর্বত্র মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দাস, ভূমিদাস এবং প্রভুর সম্পর্ক। সে যুগে প্রভুদের লক্ষণ ছিল পদানত  
রাখা, পদাঘাত করা। সর্বত্র প্রভু-দাস সম্পর্ক। যাকে মানবে তাকে “প্রভু স্বরূপ” মানবে। সর্বত্র সম্বোধন - জাঁহাপনা।

কাজেই পায়ে নত হতে হবেই। প্রনাম করা পায়ের ধুলো নেয়ার সঙ্গে মাথায় পদাঘাত করলে যা হতো তার কোনো তফাৎ  
নেই। সেই অবস্থার যখন পরিবর্তন হয়েছে তখন পায়ে হাত দেবে কেন? উঠে দাঁড়ানো-ঐ দাসত্ব থেকেই এসেছে। বড়  
মানেই হচ্ছে প্রভুত্ব। সর্বত্র স্বামীত্ব-দেহমন, আত্মা সব কিছুর দাবিদার ঐ প্রভু। এসব ধারণা থেকেই বসতে না দেয়া,  
জুতা খুলা-এসব এসেছে।

**প্রশ্ন:** আপনার ছেলে যদি আপনার সামনে ধূমপান করে, তাহলে আপনি কি করবেন?

উত্তর: তামাক, তুঁকো এসব থেকেই সিগারেট এসেছে। তুঁকোর যে নল, তার মধ্যেও একটা প্রভুত্ব ভাব আছে। সম্মান  
করতে গেলেই দাস মনিবের মতো ব্যবহার করতে হবে। যেখানে দাসের মতো ব্যবহার করবে না, সেখানেই বেয়াদবি বলা  
হয়। সম্মান দেখানো মানেই সব কিছুতে মাথানত করা। সম্মানের প্রতীক হচ্ছে হাত মেলানো। সবকিছুই পুরানো সমাজের  
উত্তরাধিকার। এসব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সামাজিক নিয়ম শংখলা হিসেবে। সেদিন শেষ হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন তরুন-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে?**

উত্তর: অবাধ মেলামেশার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। অস্বাভাবিক অবস্থায় কেউ থাকতে পারেনা। তাই পতিতাবৃত্তির জন্ম। মহাকাব্যগুলোও নারী হরণ দিয়েই শুরু। মানুষ যখন ফল-মূল ও মৃগয়াজীবী ছিল, তখনও তার প্রথম প্রয়োজন ছিল নারী।

হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতির মধ্যে বিয়ে হয়না। কারণ অতীতে যখন জ্ঞাতিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন এ নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি হতো। তাই নিয়ম বেঁধে দেয়া হলো ভিন্ন গোত্রের নারীকে জয় করে আনতে হবে।

বিয়ে মানুষ কেন করে? এটা মানুষের জৈব চাহিদা। একে সংযত করা চলে-নির্মূল করা চলে না। তাই বিয়ে। বিয়ে মানেই এক নারীর উপর বৈধ করে নেয়া। খ্রিস্টানরা বিয়ের সময় কি করে? পাদ্রীরা প্রথম জিজ্ঞেস করে, এ বিয়েতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে? এর অর্থ হলো অন্য কেউ যেন সেই নারীকে ভোগের অধিকার দাবি করতে না পারে।

জৈব চাহিদা দমন করতে পারেনা বলেই মানুষদের জন্য বাজারে বাজারে শহরে শহরে বেশ্যাবৃত্তি চালু হয়েছে। নারীসঙ্গ মানুষের জীবনকে সহজ করে। নারী সম্পর্ক স্বাভাবিক না হলে ধর্ষণ এবং সংঘর্ষ হবে। এ কারণেই বিশেষ বয়সে অবাধ মেলামেশা প্রয়োজন। নারীসঙ্গ সহজ হলে অপরাধ থাকবেনা। অনেকে মনের দিক থেকে এই পরিবর্তন স্বীকার করতে পারছেন। তাই তারা বলে কলিকাল এসেছে, খোদার গজব পড়েছে।

**প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন, মিথ্যা বলা পাপ, পরশ্রীর দিকে তাকানো অপরাধ- এই মূল্যবোধগুলো বদলে যাচ্ছে?**

উত্তর : এসব নিয়ম কানুন চালু কর হয়েছিল সমাজ শংখলার জন্য। মিথ্যা দু'প্রকার- কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর। যেমন, যে মুমূর্ষ তাকে কি বলা যাবে, তোমার ছেলে ঢাকায় গুলি খেয়ে মারা গেছে? তাকে বলতে হবে, তার ছেলে ভাল আছে। প্রসূতির কাছে কি বলা যায়, সে মৃতবৎসা? বৃহত্তর কল্যাণের জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ। ধর্মগ্রন্থেও এ ধরনের প্রতারণার উল্লেখ আছে। মিথ্যা চিরকাল চলেছে- চলতে হবে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য মিথ্যা বলা যায়। ক্ষতির জন্য মিথ্যা বলা যায় না। যে সত্য ক্ষতিকর তা বলা যায় না। রাষ্ট্রের সত্যতার শপথ কি? তার মর্মকথা হলো, সত্য গোপন করবে। যে পরিবেশে মানুষের আদব-কায়দা, আচার-আচরণ সৃষ্টি হয়েছিল, আজ সে পরিবেশই বদলে যাচ্ছে। সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতি হচ্ছে একজনের আবিষ্কার, অন্যের কৃতি, অনুসরণ; নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করা; অথচ পুরানো মূল্যবোধ থাকবে, এটা হতে পারে না। সমাজে আমাদেরকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিরাজমান অসম বিদ্যাবুদ্ধি বিস্তার নিয়ে বাস করতে হচ্ছে বলেই বিপত্তি।

**প্রশ্ন : আজ মূল্যবোধের যে পরিবর্তন এসেছে, সে পরিবর্তনের কারণ, আপনি কি মনে করেন?**

উত্তর : আমাদের এখানে পরিবর্তন দ্রুত এবং ত্বরান্বিত হয়েছে তিনটি কারণে। প্রথম উনিশ শতকের গোড়ার থেকে ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এবং দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে বিদেশী সৈন্যের অবস্থিতি এবং অশিক্ষিত লোকের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়-এর কারণে। সর্বশেষ পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে '৭১ সালের যুদ্ধের পর। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যে কোনো যোগাযোগই পরিবর্তন ঘটায়। এখন বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। তাই পরিবর্তনের হাওয়া খুব সহজেই এখানে লাগে। পরিবর্তন চোখে পড়ে।

অনুলিখন: জাহিদ, সিলেট

[Jahid\\_hunmanist@yahoo.com](mailto:Jahid_hunmanist@yahoo.com)